যুগল চিত্র।

(নব বধূর জন্য।)

"সতীত্ব সোণার নিধি, বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে পায় এ হেন রতন॥"

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,
বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থ ৬৩ নং ভবনে, বসুপ্রেসে,
জি, সি, বসু এণ্ড কোংর দ্বারা মুদ্রিত
এবং
গোল্ড এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১২৯৯

উৎসর্গ পত্র।

সর্ব্বজনাদৃতা নব বধূগণ!

আপনাদিগের সংসারের ভাবি সুখ দুঃখের আপনারাই মুল কারণ। এজন্য এই "যুগল চিত্রে" আপনাদিগের করকমলেই সমর্পণ করিলাম। এক্ষণে ইহার মধ্যে যে চিত্রখানি উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হইবে, তদ্দ্বারা আপনাদিগের গৃহ সজ্জিত করিলেই, আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

গ্রন্থকার।

যুগল চিত্র।

জমী।

নীলাম্বর মিত্রের আদ্ নিবাস মালদহে; কিন্তু কলিকাতার বহুবাজারে তাঁহারা চারি পাঁচ পুরুষ বাস করিয়া আসিতেছেন। নীলাম্বর বাবু একজন উন্নত গৃহস্থ। দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন পাত পাড়িতে অনেকগুলি;—বৃদ্ধা জননী; একটী বিধবা ভগ্নী, নাম আমোদিনী; দুইটী কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম শান্তি এবং কনিষ্ঠার নাম লীলা; তিনটী সহোদর, সকলেই রোজগারী, (তবে লক্ষীর কৃপায়, নীলাম্বর বাবুর কিছুরই অভাব না থাকায়, তিনি কাহারও নিকট কিছু সাহায্য গ্রহণ করেন না); দাসদাসী অনেকগুলি, এবং দূর ও নিকট আত্মীয় কুটুম্বও অনেকে প্রতিদিন তাঁহার অনুগ্রহে উদর পূর্ণ করেন। নীলাম্বর বাবুর সুখের সংসারে এক বিষম দুঃখ,—তিনি গৃহশূন্য। লীলার তিন বৎসর বয়সের সময়ই নীলাম্বর বাবুর অশেষ গুণবতী স্ত্রী তাঁহাকে কাঁদাইয়া,—কন্যা দুইটীকে কাঁদাইয়া,—তাঁহার সংসারকে কাঁদাইয়া,—পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রথম চিত্র।

শান্তি—পরশমণি।

চুঁচুড়ায় শান্তির বিবাহ হইয়াছে; স্বামীর নাম মদনমোহন বসু। শান্তি সুন্দরী, সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। তিনি বি, এ, এম্, এ, পাস করেন নাই বটে, কিন্তু নীলাম্বর বাবুর যত্নে তাঁহাদের ভগ্নী দুইটীর শিক্ষার অভাব হয় নাই। চুঁচুড়ায় শান্তির সুখ্যাতি ধরে না। পল্লিগ্রামের লোকদিগের কাছে কলিকাতার মেয়েরা একটা বিদ্রূপের সামগ্রী; কিন্তু শান্তির গুণে চুঁচুড়াবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিমোহিত হইয়া বলিয়া থাকেন "লেখাপড়া জানা সহুরে মেয়ে যে, এমন হতে পারে, এ আমাদের ধারণা ছিল না!"

পল্লিগ্রামের লোকে সঙ্গতিপন্ন হইলেও বেতন দিয়া পাচক বা পাচিকা রাখিতে ভালবাসেন না; তাহাদিগের বাটীর বৌ ঝিয়েরাই পাককার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। মদনমোহনের দুঃখের সংসারে শান্তি অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাবর্জন মুক্ত করিয়া, রন্ধনশালা পরিষ্কৃত করতঃ উনানে আগুন দেন। পরে তাড়াতাড়ি বাসি কাপড় কাচিয়া আসিয়া, ভিজা কাপড়েই, উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া কাপড় ছাড়িতে যান। অবশেষে স্বামীর চরণামৃত পান করিয়া তরকারি কুটিয়া আবার রন্ধনশালায় প্রবেশ করেন। রন্ধনকার্য্য শেষ করিতে বেলা প্রায় দশটা বাজে। শান্তি তাহারই মধ্যে এক একবার আসিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গঙ্গাস্নানের ভিজা কাপড় শুখাইতে দিয়া, পান সাজিয়া, পুরুষদিগের আহারস্থানে আসন ও জলের

গেলাস রাখিয়া, তাঁহাদের আফিসের কাপড় চোপড়ের গোছ করিয়া যান। প্রতিদিন প্রত্যূষ হইতে বেলা দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে চরকীর মত ঘুরিতে দেখেন, এই সময় তাঁহরা কাছে বিলাতি এন্‌জিনও হার মানে। বাড়ীতে আরও অনেকগুলি বৌ আছেন, শান্তি তাঁহাদের কাহাকেও কুটাটী পর্য্যন্ত নাড়িতে দেন না। কেহ যদি বলেন "তুমি একলা এত খাটিবে কেন? তিনি উত্তর দেন, "খাট্‌লে কি গতর ক্ষয় হয়?"

পুরুষেরা আফিস চলিয়া গেলে, শাশুড়ী ঠাকুরাণীদের অনুমতিতে বৌয়েরা সকলে আহারে বসেন। কেহ যদি কোন দিন শান্তির সহিত একত্রে আহার করিতে না পান, তবে তাঁহার সেদিন আর ভাল করিয়া আহার হয় না। শান্তির বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ী ঠাকুরাণী স্বপাকে ভিন্ন আহার করেন না। শান্তি তাঁহার আহারের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া, গঙ্গাজলের ঘটী, সৈন্ধব লবণটুকু পর্য্যন্ত রাখিয়া, তাঁহার কাছে হাজির থাকেন,—কি জানি কখন তাঁহার কিসের প্রয়োজন হয়! তাঁহার আহার সমাপনের পূর্ব্বে হাত ধুইবার জলের ঘটি, দাঁতে দিবার খড়িকা কাঠিটী পর্য্যন্ত লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন। আচমন হইলেই পানের মসলা হাতে দেন। এত করিলেও শাশুড়ীর নিকট শান্তির যশ নাই; তাঁহার প্রধান দোষ তিনি "বড়মানুষের মেয়ে!" কিন্তু শান্তি তাহাতে ক্ষুণ্ণা নহেন। কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার শাশুড়ী তোমায় কেমন যত্নায়িত্তি করেন?" শান্তির মুখে বৃদ্ধার গুণের কথা ধরে না; অমনি উত্তর করেন "তিনি আমায় মায়ের মত স্নেহ করেন;

আমি বহু জন্মের তপস্যাবলে এমন কৌশল্যার ন্যায় খাশুড়ী পেয়েছি।"

আহারান্তে বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীদিগের বাটীতে বেড়াইতে যান, অন্যান্য সকলে শয়ন করিয়া একটু আলস্য কাটান; কিন্তু শান্তির বিশ্রাম নাই; তিনি বসিয়া বা শয়ন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে জানেন না। এই সময়ে তিনি ডালটী কলাইটী বাছিতে বসেন, অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সারিয়া লন, এবং অবসরমত একটু একটু পুস্তক পাঠ বা শেলাইয়ের কাজ করেন; কিম্বা পত্র লিখিয়া আত্মীয়গণের সংবাদ লন। অন্যান্য বাটীর বৌ ঝিয়েরা অবসর পাইলেই শান্তির নিকট বেড়াইতে আসেন। শান্তি তাঁহাদিগকে মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঠাকুরমা বা পিসির কোলে উঠিয়াই "বোসে-দের রাঙ্গা বৌয়ের কাছে বেড়াতে চ" বলিয়া বায়না ধরে। বৃদ্ধারা তাহাদিগকে শান্তির নিকট আনিয়া তাহাকে হাসিয়া বলেন "তুমি যে কি যাদু জান বাছা! তা বল্‌তে পারিনে, ছেলে মেয়ে গুলো পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাক্‌তে চায় না!" শান্তি অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে একটু হাসিয়া, তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ, বসিবার আসন দিয়া, শিশুগুলিকে কোলে লইয়া আদর করেন, তাহাদের হাতে একএকটী মুগের বা নারিকেল লাড়ু প্রদান করেন। এই গুণেই শিশুরা বোসে-দের রাঙ্গা বৌয়ের কাছে বেড়াইতে আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়, এই জন্যই শিশুদিগকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "তুই কার মত বৌ নিবি?" তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়া থাকে "বোসেদের রাঙ্গা বৌয়ের মত!"

শান্তির ঘর দ্বার সর্ব্বদাই তক্ তক্ করিতেছে। যে জিনিষটী যেখানে থাকা আবশ্যক, সে জিনিষটী ঠিক সেইখানেই আছে ; বিছানা মাজুরি সকল সময়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; বাক্স, তোরঙ্গ, ঝক্ ঝক্ করিতেছে! কোথাও একটু ময়লা নাই, ঘরে কোথাও একটু ঝুল থাকিবার যো নাই। আল্‌নার কাপড়গুলি কুঁচাইয়া সাজান আছে। বৃদ্ধারা শান্তির গৃহ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকেন "আহা! বৌমা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! ঘর দুয়ার যেন আল্‌পনা দেওয়া।"

শান্তি নিজেও খুব পরিষ্কার। সাবান বা ব্যাসম না মাখি-লেও,—ধূলা কাদায় বসিয়া সমস্ত দিন খাটিলেও, তাঁহার গায়ে একটু মলা দেখা যায় না ; রজক মহাশয়ের অভ্যস্থ ২০।২১ দিন অন্তর অনুগ্রহ থাকিলেও পরিধানের মোটা রিপুকরা বস্ত্র বেস পরিষ্কার। তথাপি আজকাল কুলবধূরা যেরূপ গাউন পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতে চাহেন, শান্তির পক্ষে গুণই হউক, বা দোষই হউক, তিনি তাহা ভালবাসেন না। জানি না লেখা পড়া শিখিয়াও তিনি কেন বলেন "স্ত্রীলোকে আবার পর পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় কিরূপে?"

শান্তি কখন পিত্রালয়ে আসিলে যদি কেহ দুঃখ করিয়া বলিত "আহা! মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে ; চিরকাল হাঁড়ি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তেই ওর প্রাণটা গেল!" তাহাতে শান্তি বলিতেন "কেন? আপনার হাতে রেঁধে খাওয়ানোর চেয়ে আর কি আছে? রাধুনীতে কি ভাল রাঁধ্‌তে জানে, না যত্ন করে রাঁধে?—পূর্ব্বে যে রাজকন্যারা স্বহস্তে

পাক করে সকলকে আহার করাতেন,—আমরা কি তাঁদের চেয়ে বড় ?" উত্তর শুনিয়া সকলে নির্ব্বাক্ হইতেন।

মদনমোহন দেখিতে সুপুরুষ নহেন। তাঁহার চরিত্রও বড় জঘন্য। আবকারি মহল তাঁহার একচেটে ;—লম্পটতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ! তাঁহার একটী চক্ষুতে ছানি পড়িয়া তাহা একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে ; এ জন্য লোকে প্রায়ই বলিয়া থাকে এক চক্ষুতেই রক্ষা নেই, না জানি দুই চক্ষু থাকলে আরও কত কি ঘটত!"

মদনমোহন কলিকাতায় একটী সামান্য বেতনের চাকুরী করেন। প্রতিদিন আফিস করিয়া সন্ধ্যার সময় চুঁচুড়ায় ফিরেন। প্রথমে বেশ্যাঘর হইয়া, অবসর ঘটিয়া উঠিলে তবে বাড়ীতে পদার্পণ করেন। অধিক ইয়ার বন্ধু জুটিলে বেশ্যালয়েই রাত্রি কাটিয়া যায়। আফিস কামাই হইলে চাকুরী যাইবে, তাহা হইলে পয়সার অভাবে ইয়ারকিও বন্ধ হইতে পারে, এই ভয়ে তাহার আফিস কামাই করিতে সাহস হয় না। রাত্রিতে আসুন না আসুন, প্রতিদিন আফিসের পূর্ব্বে আহারের সময় তাঁহার বাটীতে পদধুলি পড়িয়াই থাকে।

শান্তি সন্ধ্যার সময় রন্ধন শেষ করিয়া স্বামীর খাবার লইয়া আসিয়া গৃহে ঢাকা দিয়া রাখেন। পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জল খাওয়াইয়া মদনমোহনের আহারের পর আপনি আহার করেন। তাঁহার আসিবার বিলম্ব দেখিলে শান্তি প্রদীপের নিকট বসিয়া ছিন্ন বস্ত্রাদি শেলাই করিতে থাকেন। "এই আসেন, এই আসেন," করিয়া অবশেষে সেই খানেই নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। সে রাত্রে আর তাঁহার আহার

হয় না। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শান্তির অধিকাংশ দিন প্রায় এইরূপে অনাহারেই কাটিয়া যায়। তথাপি তিনি অনুমাত্র কাতর হন না; সতী তথাপি ভ্রমে একদিনের জন্যও মদনমোহনের প্রতি মনে মনে বিরক্তি বোধ করেন না।

মধ্যে মধ্যে মদনমোহন রাত্রিতে নেসা করিয়া আসিয়া বিনাপরাধে দেবীসমা শান্তিকে নৃশংসরূপে প্রহার করেন। কিন্তু অসমসহিষ্ণুতাপরায়ণা পতিব্রতা শান্তি তাহাতে কখনও দুঃখ করেন না; কিম্বা মদনমোহনের অন্যায় দোষারোপে একটীও উত্তর করেন না। "অবশ্যই আমার কোন গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকিবে" ভাবিয়া এই ভীষণ পাশব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন।

মদনমোহনের প্রহারের কথা শান্তি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও ক্রমে ক্রমে লোকের জানাজানি, পরে কাণাকাণি হইতে লাগিল। দুই দশ দিনে সেই কথা নীলাম্বর বাবুর কাণে উঠিল। শান্তি ও লীলা দুইজনে নীলাম্বর বাবুর চক্ষের দুইটী তারা। শান্তির উপর মদনমোহনের অত্যাচারের কথা শুনিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। শান্তিকে আপন ভবনে লইয়া আসিবার জন্য মদনমোহনের মাতার নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইলেন। মদনমোহনের মাতা শান্তিকে পাঠাইতে কোন আপত্তি করিলেন না; কিন্তু শান্তি পিতার প্রেরিত লোককে বিরলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোকে শ্বশুর ঘর করবে, এর চেয়ে আর তার ভাগ্যের বিষয় কি আছে?—বাবা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়েছেন?—বিশেষ এঁদের লোকজন

নেই, আমি এখন গেলে চল্‌বে কেন ?—সুবিধা হলে আমি আপনিই যাব।”

লোক অনুচ্চৈঃস্বরে শান্তিকে বলিল “জামাই বাবু নাকি মদ খেয়ে বড় মারধোর আরম্ভ করেছেন, তাই কর্ত্তা শুনে আমায় আপনাকে নিতে পাঠিয়ে দিলেন।”

পতিনিন্দায় সতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। শান্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন “কে এ সব কথা রটায় ?—মন্দলোকে কাহারও গুণ দেখিতে পায় না। বাবাকে বলো যে মদই খান, আর যাই করুন, তিনি আমার স্বামী,—আমার গুরু,—আমার দেবতা! তাঁরই পদসেবা আমার কর্ত্তব্য! আর তিনি যে সব কথা শুনেছেন সে সব মিথ্যা! স্বামি কি কখনো ইচ্ছা করে স্ত্রীকে কষ্ট দেন ? স্ত্রীর দোষ দেখ্‌লে স্বামী অবশ্যই তাকে দমন করবেন।”

নীলাম্বর বাবুর প্রেরিত লোক পুনরায় বলিল, “আপনারা দুই বোনে তাঁর বড় আদরের সামগ্রী, তাই তিনি এ সকল কথা শুনে থাক্‌তে না পেরে আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন।”

শান্তি পুনরপি বলিলেন “আমরা তাঁর বড় আদরের সামগ্রী, তাই তিনি আমাদের পরমগুরু পতিকে অনাদর করতে শেখাচ্চেন; তাই তিনি আমাদের পতিপদসেবা হতে বঞ্চিত করতে চাইছেন!—তাকে বলো, যে পতিসঙ্গ হতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মরণই ভাল!—যদি তার জামায়ের উপর এত হতাদর হয়ে থাকে, তাহলে তিনি যেন মনে করেন যে শান্তিও তাঁর মরেছে,—তাহলে আর আমি তার মুখ দেখ্‌বো না।—তাঁকে এ কথাও বলো, যে স্ত্রীলোক জীবনে মরনে, শয়নে স্বপনে—পতি অনুগামিনী!

এই কথা বলিয়াই শান্তি সে স্থান হইতে আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। সে লোক আহারাদির পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বর বাবুকে সকল কথা বলিল। নীলাম্বর বাবুর মন সুস্থির হইল; বুঝিলেন তাঁহার শান্তি অসুখে নাই! ভাবিলেন "শান্তি মানবী কি দেবী?"

দিন দিন মদনমোহনের বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। আমোদের তরঙ্গ অহর্নিশা ছুটিতে লাগিল। আফিস কামাইয়ের যে ভয়টুকু প্রথমে ছিল, আমোদের তুফানে, ইয়ার্কীর হিড়ীকে, ক্রমে সেটুকুও ভাঙ্গিয়া আসিল। এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁহার আফিস কামাই হয়। দেখিতে দেখিতে, উপর্য্যুপরি কামাই করায়, সাহেবদিগের অসন্তোষে সেই ছেঁড়া-যোড়া, রিপুকরা—চাকুরীটুকুও গেল। কিন্তু মদনমোহনের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই!—মধুর কলস ভাঙ্গিল দেখিয়া দুঃখ নাই!—ইয়ারকি,—মদ, বেশ্যা, ইয়ার, এই ত্রয়োস্পর্শ আমোদের—কম্‌তি নাই। সে আমোদ সেই পূর্ব্বের ন্যায় এক টানা ভাবেই চলিল।

পূর্ব্বে সুরাপানে শরীর বেঠিক হইলে, মদনমোহন রাস্তায় বাহির হইতেন না। এখন আর তাঁহার সে ভাব নাই। এখন তিনি দুইবেলা রাস্তায় মাতামাতি করিতেছেন। লজ্জা সরমের লেশ মাত্র নাই! এখন প্রায় প্রতিদিনই লোকে রাস্তা হইতে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া বাটীতে দিয়া আসে। তাঁহার সেই ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাবৃত, ধূলিধূসরিত দেহ দেখিয়া

শান্তির হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়; তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে। একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই মদনমোহন আবার বাহিরে যাইবার জন্য উৎপাত আরম্ভ করেন; শান্তি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। অর্থাভাব হইলেই "একখানা গহনা দে!" বলিয়া মদনমোহন শান্তির উপর হুকুম করেন; পতিপ্রাণা শান্তি দ্বিরুক্তি না করিয়াই অমনি অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া দেন; নীলাম্বর বাবু শান্তিকে গাভরা গহনা দিয়াছিলেন। এইরূপে দিতে দিতে, এখন শান্তির কেবল হাতের বালা দুগাছি সার হইয়াছে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা শান্তির অল্পবুদ্ধির জন্য তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেন "তুমি কোথাকার হাবা মেয়ে? অমন করে কি গায়ের গহনা খুলে দেয়? গহনাগুলো সব লুকিয়ে রেখে দিও, মদন চাইলে বোলো বাবা নিয়ে গেছেন!" শান্তি সে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। সমবয়স্কাদিগের দ্বারা বলাইতেন "এখন তাঁর দরকার হয়েছে, তাই তিনি নিচ্চেন!—আমি গহনা নিয়ে কি করবো? স্ত্রীলোকের যে অলঙ্কার ভগবান দিয়েছেন, সেই অলঙ্কার থাকলেই যথেষ্ট। এ সকল রত্নাদির অলঙ্কার পরা তো কেবল স্বামীর ইচ্ছায়। এখন তাঁর ইচ্ছা হচ্চে নিচ্চেন, ইচ্ছা হলে তিনিই আবার আমায় সাজাবেন!" প্রতিবাসিনীরা তাঁহার অলক্ষে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেন।—যখন শান্তির গহনার মধ্যে কেবল বালা সার হইল, তখন প্রতিবাসিনী সকলে আবার আসিয়া বলিলেন "তখন আমাদের কথা শুন্‌লে না বাছা! এখন দেখ দেখি তোমার

সম্বল আর কি রইলো ?" শান্তি নিজ সমবয়স্কাদিগের দ্বারা উত্তর করিলেন "স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের আর কি সম্বল আছে ? আর কিছুই চাহি না ; আশীর্ব্বাদ করুন তাঁর চরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন মরতে পারি !" অবাক হইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

মদনমোহনের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ব্যাকুলিতা হইয়া এথান ওথান ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। দেশ বিদেশে নানা জাগ্রত দেব দেবীর মন্দিরে গিয়া মানসিক করেন "মদনের সুমতি দাও, আমি যোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব।" অনেক গুনীন ফকিরের কথাও তাঁহার জানা আছে। তিনি তাঁহাদের নিকট গিয়া গলবস্ত্র হইয়া যোড়হাতে বলেন "বাবা ! আমার মদনের সুমতি দিন, আমি আপনাকে খুসি করবো !" শেষে ভোলানাথের গাঁজার দরুন ৫।৭ সিকা অগ্রিম দিয়া, এবং সফলমনোরথ হইলে বাবার যোড়শোপচারে পূজা দিবায় প্রতিশ্রুত হইয়া, শিকড়টা মাকড়টা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কোনটী দুগ্ধের সহিত পান করান বিধি, কোনটী পানের সহিত খাওয়ান বিধি, কোনটী মাথার বালিসের নিচে রাখিয়া দিতে হয়, কোনটী গায়ে স্পর্শ করাইয়া মাদুলি দ্বারা স্ত্রীকে ধারণ করাইতে হয়,—এইরূপ নানা বিধিময় ঔষধ সংগ্রহ উপলক্ষে, বৃদ্ধার গুপ্তধন যা কিছু ছিল, সকলই নিঃশেষ হইয়া আসিল। দুঃখের সংসারে আরও টানাটানি বাড়িতে লাগিল।

এইরূপে বহুব্যয়ে ঔষধ আনিয়া বৃদ্ধা সেবন বা প্রয়োগ বিধি বলিয়া শান্তির হস্তে প্রদান করেন। শান্তি যখন হাত

পাতিয়া সেগুলি গ্রহণ করেন,তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ঘরে আসিয়া পশ্চাতের জানালা দিয়া দূরে সে গুলি ফেলিয়া দিয়া ভাবেন "বিধাতার মনে যা আছে, কারও সাধ্য নেই যে তার খণ্ডন করে ; শেষে কি আমি হিতে বিপরীত ঘটিয়ে বস্‌ব !"—এই ভাবেই বহুদিন কাটিতে লাগিল ; মদনমোহনের কেলেঙ্কারি একভাবেই চলিতে লাগিল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। মদনমোহন এখনও বাটীতে ফেরেন নাই। ঘরে আসনের কাছে তাঁহার খাবার আর জলের গেলাসটী ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। সম্মুখে শান্তি প্রদীপের নিকট একখানি কাপড় সেলাই করিতে করিতে দেয়াল ঠেস দিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন, একটী হাতে ভূমে ভর দিয়া আছেন, কাঁধে মাথাটী আসিয়া পড়িয়াছে ; কাল কাল চুলগুলি গালের কাছে পড়িয়া বাতাসে একটু একটু এদিক ওদিক দুলিতেছে। অপর হাতটী কোলের উপর পড়িয়া আছে। ছুঁচবিঁধা হাতের কাপড় হাতেই আছে। প্রদীপ যেন অনিমেষনয়নে শান্তির সেই অলৌকিক রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে। আহা মরি মরি ! কি মনোহর সৌন্দর্য্য !—যেন রাহুভয়ে শশাঙ্ক আসিয়া আজ মদনমোহনের ঘরে লুকাইয়াছেন ! একদিন নীলাম্বর বাবু ভাবিয়াছিলেন,—আজ আমরা ভাবিতেছি—"শান্তি মানবী কি দেবী ?"—দুর্ব্বৃত্ত মদন কেমন করিয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় ? আহা ! মানুষে কি এমন সোনার প্রতিমাকেও কষ্ট দিতে পারে গা ?

রাত্রি প্রায় একটার সময় মদনমোহন বাটী ফিরিলেন। হাতে মদের বোতল; নেশায় পায়ের ঠিক নাই, এখানে ফেলিতে ওখানে পড়িতেছে। টলিতে টলিতে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা ছিলেন, মদন-মোহনের পদশব্দে তাঁহার সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

মদনমোহন জ্ঞানশূন্য,—দৃষ্টিশূন্য। শান্তির সে চন্দ্রোপমা মূর্ত্তির জগৎমোহন সৌন্দর্য্য তিনি দেখিতে পাইলেন না। পাষণ্ড মদনমোহন শান্তিকে পদাঘাত করিলেন। সে আঘাতে শান্তির নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি মদনমোহনকে দেখিয়া সসব্যস্তে উঠিয়া, ঢাকা খুলিয়া, তাঁহার সম্মুখে খাবার ধরিলেন। মদনমোহন লাথি মারিয়া খাবার দূরে ফেলিয়া দিলেন। পাত্র-স্থিত খাবার ভূমীতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পদাঘাত খাইয়া শান্তির কোন কষ্ট হয় নাই; কিন্তু স্বামীর খাবারের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কান্না আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি খাবারগুলি তুলিতে লাগিলেন। তখন মদন-মোহন জড়িত স্বরে তাঁহাকে গালি দিয়া কহিলেন "আগে গেলাস নিয়ে আয়!" শান্তি বুঝিলেন মদনমোহন সুরা-পানের জন্য কাঁচের গেলাস চাহিতেছেন। গেলাস দিবার পূর্ব্বে তিনি কাতরভাবে বলিলেন "সমস্ত দিন যে কিছু খাওনি; আগে কিছু খাও, তার পর যা ইচ্ছা করো।" কঠিনহৃদয়—হতভাগা মদন সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী—আদর্শসতী—শান্তিকে বিনাপরাধে পুনরায় পদাঘাত করিয়া বলিলেন "হারামজাদা! ফের লেক্‌চার?" পদাঘাতে সতীর প্রাণ ব্যথিত হইল না। [illegible]তি বিনীতভাবে মদনমোহনের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া

শান্তি বলিলেন "তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি, আগে কিছু খাও ; সমস্ত দিন কিছু না খেয়ে যে অসুখ কর্‌বে ?"

পূর্ব্বমত রুক্ষ ও জড়িতস্বরে মদনমোহন উত্তর করিলেন "অসুখ করে, আমার কর্‌বে ; তোর বাবার কি ?—লেয়াও গেলাস—উল্লুকা বাচ্ছা !"

কাতরহৃদয়া শান্তি আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না ; বিষণ্ণবদনে উঠিয়া মদনমোহনকে গেলাস আনিয়া দিলেন।

মদনমোহন গেলাস লইয়া শয্যায় গিয়া বসিলেন। শান্তি পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মদনমোহন সুরাদ্বারা গেলাস পূর্ণ করতঃ আপনার গলার ভিতর ঢালিয়া দিলেন। প্রজার সুখশান্তিবিনাশিনী সর্ব্বস্বাপহারিণী রাজদত্তা সুরা মদনমোহনের গলা, বুক জ্বালাইতে জ্বালাইতে উদরস্থা হইল। বিষম যন্ত্রণায় মদনমোহন হস্তদ্বারা প্রাণপণে বক্ষ চাপিয়া, মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া রহিলেন। পতির ঈদৃশী দশায় শান্তির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মদনমোহনের সম্মুখে মুখ ফুটিতে সাহস হইল না ; শান্তি মনে মনে ভাবিলেন "এ বিষ লোকে কেন খায় ?"

মদনমোহন সুরাদ্বারা পুনরায় গেলাস পূর্ণ করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "খা !" শান্তির হাতের পাখা হাতেই রহিয়া গেল। তিনি কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া; অবাক্ হইয়া, মদনমোহনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মদনমোহন ধম্‌কাইয়া পুনরপি বলিলেন "খা !" শান্তি উপস্থিত বিপদ বুঝিতে পারিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন

"আমায় কি খেতে বল্‌ছো ?"—মদনমোহন ধমকাইয়া বলিলেন "তোর বাপের মাথা !—দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ নি ?—খা !" শান্তি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "ও কি মেয়েমানুষে খায় ?" মদনমোহন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "তোর বাবা খাবে !" অবলা শান্তি পাথা ফেলিয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "রক্ষে কর ; তুমি আমার গুরু ;—আমায় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিও না, আমার পাপে মতি দিও না ; আমার মাথা খাও, ও কথা আমায় আর বলো না !"

ক্রোধান্ধ মদনমোহন শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্বমত স্বরে "তবে নারে হারামজাদি ! আমায় ফের্‌ লেক্‌চার দিতে এসেছিস্‌ ?" বলিয়া শান্তিকে দুই চারি লাথি মারিলেন। তাহাতেও তাঁহার সাধ মিটিল না ; অবশেষে হস্তস্থিত গেলাস ছুঁড়িয়া তদ্দারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। কাঁচের গেলাস চূর্ণ হইয়া গেল। শান্তি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ভাঙ্গা কাঁচে তাঁহার কপাল কাটিয়া অবিরতধারে শোণিত বহিতে লাগিল।

শোণিতস্রোত দেখিয়া মদনমোহনের নেসা ছুটিয়া গেল। তিনি অবাক হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে কি জানি কি ভাবিলেন !—বুঝি তাঁহার পাষাণ হৃদয় সতীর শোণিতস্রোতে গলিয়া গেল !—বুঝিবা দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই সম দুর্দ্দান্ত মদন শান্তির সেই শোণিতের অবিরত স্রোতে কোটী কোটী—ক্ষুধাতৃষ্ণানাশক—পাপক্ষয়কারক—দস্যুহৃদি-সংস্কারক—দুর্নিবারযন্ত্রণানিবারক—ভবভয়বারণ—মোক্ষময়—সুধার হরিনামের বীজ ভাসিতে দেখিলেন !—বুঝি বা প্রেমে তাঁহার হৃদিমনপ্রাণ গলিয়া গেল !—মদনমোহনের যে চক্ষে

কেহ কখন জল দেখে নাই, তাঁহার সেই চক্ষু বহিয়া আজ জল পড়িল!—কি জানি দুর্দ্দান্ত মদনমোহনের হৃদয়মধ্যে আজ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল!—তাঁহার হস্তস্থিত বোতল পড়িয়া গেল।—কম্পিতপদে—সাশ্রুলোচনে মদনমোহন শান্তির সেই মূর্চ্ছিত দেহের নিকট বসিয়া পড়িলেন। ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার শোণিতাক্ত মস্তক আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। গেলাসের জলে আপন উড়ানি ভিজাইয়া তদ্দ্বারা শান্তির ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া মুখে ও মাথায় জল দিতে লাগিলেন। উড়ানি রক্তে ভিজিয়া গেল। মদনমোহন কোঁচার কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা সেই ক্ষতস্থান পুনরায় চাপা দিলেন; এইবারে রক্ত যেন একটু থামিল। ধীরে,—ভয়ে ভয়ে—মদনমোহন ডাকিলেন "শান্তি!"

মূর্চ্ছিতা শান্তির উত্তর নাই। মদনমোহন আর একটু ব্যস্ত হইয়া আবার ডাকিলেন "শান্তি!" এবারেও উত্তর নাই।

এতক্ষণ মদনমোহনের চক্ষু হইতে কেবল জল পড়িতেছিল। এইবার তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।—মদন-মোহন শান্তিকে যে বড় কষ্ট দিয়াছেন!—বিবাহাবধি তিনি শান্তিকে যে একদিনের জন্যও সুখী করিতে পারেন নাই!—আজ এক একটী করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব অত্যাচারের সকল কথা মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তাঁহার হৃদয়কে শেলসম বিদ্ধ করিতে লাগিল। আহতহৃদয়—অনুতপ্ত—মদনমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া আবার ডাকিলেন—"শান্তি!"

এইবার শান্তি যেন একটু নড়িয়া উঠিলেন। ক্রমে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু একবার চাহিয়াই তখনি আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। যে শান্তি একদিনের জন্যও কখন

মদনমোহনের মুখে একটী মিষ্ট কথা শুনেন নাই,—যে শান্তি মদনমোহনের নিকট পদাঘাত ভিন্ন কখনও অন্য আদর পান নাই,—যে শান্তির দিকে মদনমোহন কখন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই,—সেই শান্তি আজ মদনমোহনের কোলে শায়িতা,—সেই শান্তির জন্য মদনমোহন আজ কাঁদিতেছেন,—সেই শান্তিকে মদনমোহন আজ চুম্বন করিতেছেন!—এ কি সামান্য কথা?—শান্তি যে স্বপ্নেও কখন এ কথা মনেও স্থান দিতে পারেন নাই!—হতভাগিনী শান্তি যে আজ সর্ব্বজনাদৃতা রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও অধিক ভাগ্যবতী!—ওহো! সহিষ্ণুতার কি এত সুখময় পরিণাম?—রমণীর কোমলতায় ও সহিষ্ণুতাগুণে পুরুষের পাষাণ প্রাণ বাস্তবিকই যে দ্রবীভূত হয়, জগৎবাসি! আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ।

এত আদর পাছে এখনি ফুরায়, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শান্তি একবার চাহিয়াই আবার নয়ন মুদিলেন!—মদনমোহন জল লইয়া আবার শান্তির মুখে দিলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ডাকিলেন—"শান্তি!"—উত্তর না পাইয়া ব্যস্ততা সহকারে পুনরায় ডাকিলেন—"শান্তি!"—আপন বুকের ভিতর তাঁহার মাথা টানিয়া আনিয়া উপর্য্যুপরি মুখচুম্বন করিতে করিতে ডাকিলেন—"শান্তি!—প্রাণেশ্বরি!"

শান্তি আবার একটু নড়িলেন;—আবার নয়ন উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন;—ধীরে ধীরে—অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "ব্যস্ত হয়ো না;—আমার তো লাগে নি!"

এ কি কথা শুনি?—আঘাতে শান্তি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন,—কপাল কাটিয়া এত রক্তপাত হইল,—এত দুরন্ত যে কথা

কহিতেও কষ্টবোধ হইতেছে!—তবু শান্তি বলিতেছেন কি?—লাগে নাই?—ওহো ধন্য সতীর সহিষ্ণুতা!—শান্তি! তোমার মত পতিপ্রাণা নারী জগতে আর কয়টী আছেন?

মদনমোহন শান্তিকে আরও বুকের ভিতর টানিয়া বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "শান্তি!—প্রাণেশ্বরি! তুমি দেবী!—আমি অতি অজ্ঞান, নরাধম,—তাই তোমার মত রত্ন চিন্তে পারি নি!—তাই তোমায় আমি এত কষ্ট দিয়েছি! —আমায় ক্ষমা কর! আমি মহাপাপী আমায় রক্ষা কর!"

শান্তি মদনমোহনের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কোল হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিতে গেলেন;—কিন্তু একটু মাথা তুলিতে না তুলিতেই মাথা ঘুরিয়া উঠিল; তিনি আবার শুইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "ছি! ছি! তুমি ও কথা মুখে এনো না; ওকথা বল্‌লে আমার পাপ হবে!—তুমি যে আমার গুরু!—আমি তো তোমার চিরদাসী!"

মদনমোহন শান্ত হইলেন না। আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "শান্তি! এ হতভাগা যে তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছে!—এ হতভাগা হতে যে তুমি এক দিনের জন্যও সুখী হতে পার নি। এ হতভাগার হাতে যে তুমি কত অত্যাচার সহ্য করেছ!"

শান্তি আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। এইবারে উঠিয়া বসিলেন। মদনমোহনের দুটী হাত ধরিয়া অতি কাতরস্বরে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন "ছি! চুপ্ কর; অমন কোরে কেঁদ না।"—পরে নিজ বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা তাঁহার চক্ষু দুইটী মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "স্থির হও; তোমার চক্ষের জল পড়্‌লে আমার

কি আর গতি হবে?—আমার কিসের অসুখ?· তোমার মত স্বামী যার,এ সংসারে তার কিসের কষ্ট?—আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কোলে যেতে পারি।—আশীর্ব্বাদ কর, জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমারই গলায় মালা দিতে পারি!"

মদনমোহন তথাপি আশ্বস্ত হইলেন না। বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"শান্তি! জন্মে জন্মে আমি যেন তোমার মত স্ত্রী পাই, কিন্তু তোমায় যেন আর আমার মত পাপিষ্ঠ নরাধম স্বামীর হাতে পড়্‌তে না হয়।" তাঁহার দুই চক্ষু হইতে প্রবলধারায় বারি বহিতে লাগিল। শান্তি নিজ ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে কত বুঝাইতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণের পর মদনমোহন একটু শান্ত হইলেন। শান্তির অনেক অনুরোধেও, মনের ঘৃণায়—তিনি সে রাত্রিতে আর কিছু আহার করিলেন না। শয্যায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই নিদ্রিত হইলেন। শান্তি বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

সেইদিন হইতেই মদনমোহনের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। পরশমনি শান্তির সংস্পর্শে তাঁহার সেই কদর্য্য স্বভাব দেবতুল্য হইয়া উঠিল।—বিষ্ণুকর্ত্তৃক সুদর্শনচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া সতীর ভিন্ন ভিন্ন দেহাংশ যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানই এখনও হিন্দুর মহাতীর্থস্থান হইয়াছে;—আজ শান্তির শোণিতবিন্দুপাতে মদনমোহনের ভবনও মহানন্দময় মহাতীর্থ হইয়া উঠিল।—পাছে কুসংসর্গে আবার চরিত্র কলুষিত হয়, পাছে প্রলোভনময় জগতের কোনরূপ প্রলোভনের

বশবর্ত্তী হইয়া আবার বিপদজালে পতিত হইতে হয়,—এই ভয়ে মদনমোহন এখন বাটী হইতে আর বাহির হন না। পূর্ব্বের কপট বন্ধুরা তাঁহার বাটীতে আসিলে, তিনি তাহাদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেন না। শান্তিকে এখন আর ভ্রমেও কোনরূপ অনাদর করেন না।—মদনমোহনের এই মহাপরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী ভাবিলেন,—প্রতিবাসিনীরা ভাবিল,—"এত দিনে মদনকে সন্ন্যাসীদের ঔষধ ধরেছে!"

পুরাতন আফিসের সাহেবদিগকে অনেক করিয়া ধরায় মদনমোহনের সেইখানেই আর একটী চাকুরী জুটিল। বাজে খরচ বন্ধ হওয়ায়, মদনমোহনের বেতন হইতে সংসার খরচ এখন স্বচ্ছন্দে চলিয়াও, মাসে পাঁচ সাত টাকা করিয়া হাতে জমিতে লাগিল। সুশৃঙ্খলরূপে কর্ম্ম করায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার বেতনের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংসারেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশেও আবার মদনমোহনের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।—অল্প দিনের মধ্যে শান্তির গর্ভসঞ্চার হইল। যথাসময়ে তিনি একটী সুকুমার প্রসব করিয়া তাঁহাদের সুখের সংসারের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

একদিন মদনমোহন আফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় একজন প্রতিবাসী আসিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মদন দাদা! কেমন করে তুমি সেই দাদা এখন এই হলে বলো দেখি?" মদনমোহন হাসিয়া বলিলেন "ভায়া! এর আর বিচিত্র কি?—আমার ঘরে যে শান্তি বাঁধা!"

দ্বিতীয় চিত্র।

লীলা—কালকূট।

লীলার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। কপালখানি নিতান্ত বড়ও নয় আবার বেস ছোটও নয়। চক্ষু ছোটর ভিতর টানা। নাকটী ততদূর টিকালো নয়, তবে তাহার মুখে নিতান্ত অমানানসইও নয়। শরীর কিছু কৃশ। কলিকাতায় হাতিবাগানের রামহরি দত্তের পুত্র শিশিরকুমার দত্তের সহিত লীলার বিবাহ হইয়াছে। রামহরি বাবুর পিতামহাশয় যে সম্পত্তি রাখিয়া-গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বংশের কাহাকেও আর পেটের দায়ে চাকরী স্বীকার করিতে হয় না। সাহ করিয়াই তাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া,—পাঁচটা লোকজনকে প্রতিপালন করিয়া,—বেস স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়।

লীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ। তাঁহাদের কাছে তাহার আদর ধরে না। তাঁহারা তাহাকে "বৌমা!" বলিতে অজ্ঞান হন।—লীলার বস্ত্রালঙ্কারের দুঃখ নাই। এমন পোষাক বা গহনা কলিকাতায় নাই, যাহা লীলার নাই।—লীলা কিন্তু বিধবার পুঁজি—অর্থাৎ শিশিরকুমারের ভাল মন্দ ঘটিলে কি খাইবে,—তাহার যোগাড়ে ব্যস্ত; তাই চেষ্টা করিয়া সে নিজের তিন সুট গহনা করিয়া লইয়াছে।

শ্বশুর শাশুড়ীর এত আদর, লীলার ভাল লাগে না। পদে পদে তাঁহারা তাহার কাছে দোষী। লীলার বিশ্বাসে তাঁহারা তাহার পরম শত্রু। শাশুড়ী ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হইলেও তাঁহার সহিত লীলার [illegible]

দাবার যা কিছু আনাইতে হয়, লীলা আপনার কোন বিশ্বাসী চাকর চাকরাণী দ্বারা আনাইয়া লয়। ভাত, ব্যঞ্জন, দুগ্ধাদি খাইবার সময় সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া খায়,—শাশুড়ী ঠাকুরাণী বিষ দিলেন কি না! জলটুকু খাইবার সময় পঁচিশ বার করিয়া গেলাস দেখে,—কেহ কিছু ঔষধ করিল কি না! পান খাইবার সময় খুলিয়া দেখিয়া খায়,—পাছে কেহ কোন-রূপ শিকড় মাকড় মিশাইয়া তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে —সমস্ত দিন লীলার চক্ষু লাল হইয়াই আছে; জলেরও কামাই নাই; নাকী সুরেরও থামাই নাই। লীলার চব্বিশ ঘণ্টাই দুঃখ; সর্ব্বদাই সে আক্ষেপ করিয়া থাকে—"মা নাই বলে, বাবা আমায় হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন।" সর্ব্বক্ষণই তাহার ভয় "এই শত্রুপুরীতে শত্রু নিয়ে সদাই বাস, কি জানি কখন কে কি বিপদ ঘটিয়ে বসে!"

শিশিরকুমার রূপে গুণে সমান। এম্, এ, পাস করিয়া তিনি এবার আইন পড়িতেছেন। রামহরি বাবুর সংসারে কম গৌরবের কথা নয়! লক্ষীর আদুরে পুত্রদের সরস্বতীর ঙ্গ প্রায়ই মুখ দেখা দেখি থাকে না; যদি দৈবাৎ কোন দিন বী ভুলিয়া তাঁহাদের গেটে ঢুকিয়া পড়েন, গুণধরেরা অমনি ারবান দ্বারা পাকড়াও করাইয়া, তাঁহার প্রতি চাবুক হাঁক্-বাইয়া বসেন; দেবীও গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং বেইজ্জত হইয়া বাপ্ বাপ্ করিয়া পলায়ন দেন। কিন্তু রামহরি-পুত্র শিশিরকুমার ী ও সরস্বতী উভয় দেবীরই সমভাবে সম্মান রক্ষা করিয়া ন,—এই জন্য রামহরি বাবুর সংসারে একাধারে উভয় বিরাজমানা।

শিশিরকুমার গরীবের মা বাপ! কাহারও বিপদের কথাটী শুনিলেই অমনি প্রাণ দিয়া তাহার সাহায্য করিয়া থাকেন। দরিদ্র বালকদিগকে পুস্তকের মূল্য ও বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়ায়, নির্ধনদিগের রোগে ঔষধ বা ডাক্তার খরচ দেওয়ায়, বিধবা ও অতুরদিগকে অন্নবস্ত্র দানে, এবং দরিদ্র-দিগের কন্যাদায়ের সাহায্যে,—মাসে তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে।—ক্লব, ইস্কুল, লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়, ধর্ম্মসভা, হরিমন্দির, ইত্যাদির চাঁদার খাতা আনিলে শিশিরকুমার কাহাকেও বৈমুখ করেন না। ভণ্ডদিগের ন্যায় মুখে ও বাহ্যিক আড়ম্বরে হিন্দু না থাকিলেও, শিশিরকুমার অন্তরে একজন প্রকৃত হিন্দু। মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন "ধনলোভী, অনাচারী, শিক্ষাবিষয়ে হতাদর এবং দরিদ্রদিগের প্রতি অত্যাচারী হইয়া—পথপ্রদর্শক, সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণই জগতে অদ্বিতীয় আমাদের এমন হিন্দুধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিতেছেন!"

লীলার প্রতি শিশিরকুমারের ভালবাসা যথেষ্ট! লীলাকে তিনি কত আদর,—কত সোহাগ করেন; কিন্তু পোড়া লীলার সে আদর,—সে সোহাগ,—ভাল লাগে না। না শ্বশুর শাশুড়ী, না শিশিরকুমার—তাহার মনোমত!—সুন্দর পুরুষ দেখিলেই লীলা শিশিরকুমারের রূপের নিন্দা করিয়া থাকে; পরের সুখ্যাতি শুনিলেই সে আপন অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। শিশিরকুমার ঘরে আসিলেই তাহার পিটি পিটি বাড়ে; শিশিরকুমার তাহাকে আদর করিতে গেলেই লীলার বিরক্তির পরিসীমা থাকে না। "মড়া",—"মুখপোড়া" ভিন্ন লীলা অন্য

মিষ্ট কথায় শিশিরকুমারকে সম্ভাষণ করিতে জানে না। গৃহে এতাদৃশ মধুর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট হইয়া শিশিরকুমারও অধিকক্ষণ অবিচলিত থাকিতে পারেন না; শীঘ্রই তাঁহাকে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরেই কাটে!

অনতিদূর বশতঃ লীলা প্রায়ই পিত্রালয়ে আসে। কখনও বা পিত্রালয়ে আসিবার নাম করিয়া এখানে ওখানে সেখানে বেড়াইতে যায়; বেতনভুক্তা দাসী সঙ্গে থাকে; বধূর আজ্ঞায় সে কাহারও নিকট সে কথা কখনও প্রকাশ করে না।—পিত্রালয় আসিলেই নিন্দা ভিন্ন লীলার কথা থাকে না; রোদন ভিন্ন কায থাকে না। স্বামী কিম্বা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিন্দার কথা,—তাহার প্রতি তাঁহাদের অত্যাচারের কথা,—বলিবার সময় লীলা যেন দশটা মুখ ভাড়া করিয়া আনে। নীলাম্বর বাবুকে দেখিলেই "আমাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছ!" "ছেলেবেলায় আমাকে নুন খাইয়ে মারনি কেন?" "মা নেই বলে কি এমনি করতে হয়?" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করে। শান্তি ও লীলা অন্তগতপ্রাণ নীলাম্বর বাবু লীলার এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট পান। লীলার কথা সত্য মনে করিয়া, ভাবেন—"তাই ত! এত চেষ্টা করে কি শেষে মেয়েটাকে চিরদিনের জন্য দুঃখসাগরে ভাসিয়ে দিলুম?—এত খুঁজে কি শেষে এই হল?"—কি করিবেন? এখন আর উপায় নাই! সুতরাং নিজ অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া চুপটী করিয়া থাকেন। তাঁহার বাটীর এবং প্রতিবাসিনী

অন্য স্ত্রীলোকেরা—লীলার কথা শুনিয়া, আপনা আপনির মধ্যে—দেবোপম শিশিরকুমারের এবং তাঁহার পুণ্যাত্মা বৃদ্ধ পিতামাতার নানারূপ নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই লীলার একটী কন্যা জন্মিল। বৃদ্ধ রামহরি বাবু ও তাঁহার গৃহিণী নাতিনীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। হীরা মুক্তায় নাতিনীকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। রামহরি বাবুর ইচ্ছা—নাতিনীর নাম থাকে "কৃষ্ণভাবিনী";—কিন্তু বুড়ুটে নাম বলিয়া, লীলার সে নাম পছন্দ নয়।—সে কন্যার নাম রাখিল—"দুর্গেশনন্দিনী!"

রামহরি বাবুর এত বড় নাম উচ্চারণ পক্ষে কিছু গোলযোগ ঠেকায়, নামটী ছোট করিয়া তিনি নাতিনীকে "দুর্গা" বলিয়া ডাকেন।—বৃদ্ধ সর্ব্বদাই লোকের নিকট গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন "দুর্গা আমাদের টাকার সুদ!"—অর্থাৎ শিশিরকুমার তাঁহাদের টাকা,—দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের সেই টাকার সুদ। টাকা অপেক্ষা তাহার সুদে লোকের অধিকতর আদর হইয়া থাকে; অতএব রামহরি বাবু ও তাঁহার গৃহিনীর নিকট শিশিরকুমার অপেক্ষা "দুর্গা" অধিক আদরের!

কর্ত্তা গৃহিণীর বড় ইচ্ছা—নাতিনীকে সদা সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখেন; কিন্তু কন্যার প্রতি তাদৃশ স্নেহ মমতা থাকুক না থাকুক, লীলা তাহাকে বড় একটা তাঁহাদের নিকট যাইতে দেয় না। তাহার মনে ভয়,—"পাছে পরম শত্রু—শ্বশুর শাশুড়ী কোন মারাত্মক বিষ দিয়া কন্যাটীকে মারিয়া ফেলে!" গোপন অনাবশ্যক ভাবিয়া নির্ভয়হৃদয়া লীলা এরূপ কথা সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াও বলিয়া থাকে। শুনিয়া, বৃদ্ধ

কর্ত্তা গৃহিণী মর্ম্মাহত হন। কিন্তু কি করিবেন? উত্তর করিলে পাছে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, এজন্য তাঁহারা নীরব হইয়াই থাকেন। নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে, গৃহিণী কখন কখন গোপনে কর্ত্তাকে বলিয়া থাকেন "শিশিরকুমারের না হয় আর একটা বিয়ে দি, কি বল?" রামহরি বাবু অমনি জিব কাটিয়া বলেন "ছি, ছি! অমন কথা মুখে এন না! আমাদের আর কটাদিনই বা বাকি আছে?"

দিন দিন লীলাকে লইয়া রামহরি বাবুর সংসার অতিশয় অশান্তিময় হইয়া উঠিল। প্রতিদিন ঝগড়া কিচ্‌কিচি সহ্য করিতে না পারিয়া, অবশেষে কর্ত্তা গৃহিণীতে—সোণার সংসার ভাসাইয়া দিয়া,—বড় আদরের নাতিনীকে ছাড়িয়া,—অল্প দিন মধ্যে কাশিবাসী হইলেন।

দিন দিন শিশির কুমারের সেই দেবতুল্য প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিন দিন তাঁহার সে পরোপকারী স্বভাব লোপ পাইতে লাগিল। পাঠের প্রতি তাঁহার বড়ই অমনোযোগ ঘটিয়া উঠিল। শিশিরকুমার কখন একবারের জন্যও কোন পরীক্ষায় "ফেল্" হন নাই; কিন্তু এখন তিনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ধরিয়া একবি, এল্ পরীক্ষায় ফেল্ হইয়া শেষে পাঠ ছাড়িয়া দিলেন। দিন দিন সংসারের প্রতি তাঁহার এত বীতরাগ জন্মিল, যে বিষয় বৃদ্ধি করা দূরের কথা, তাঁহার উপস্থিত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। ৫,৬ বৎসরের মধ্যে শিশিরকুমারের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এই অল্প সময়ের মধ্যে,—এক লীলার জন্য,—রামহরি বাবুর সেই সুখের সংসারে বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত ঘটিল!

একা ঘরে;—দুরভিসন্ধির পোষকতায় এবং কুশিক্ষা ও অবসরের প্রাচুর্য্য হেতু,—অতি অল্পকাল মধ্যে, লীলার চরিত্রের দোষ জন্মিল।—ক্ষণিক সুখ আশে,—হতভাগিনী লীলা—রমণীর দুর্লভ সতীত্ব রত্ন হারাইল!—হায়! হায়! পাপিয়সী লীলা কি করিলি? আপনার মুণ্ড আপনি ছেদন করিলি? হিন্দুর "ছিন্নমস্তা" ছবি কি দেখিস্ নাই?—সে ছবি দেখিয়া,—ব্যভিচারের সেই শোচনীয় বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া,—কি তোর কিছুই শিক্ষা হয় নাই?—হায়! হায়!—হতভাগিনী লীলা! তোর এ মহাপাপের পরিণাম কি?

প্রথম প্রথম তাহার এই দুর্দ্দশার কথা কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এই মহাপাপের কথা অধিক দিনও গোপন রহিল না। দৈবক্রমে একদিন শিশিরকুমার এ বিষয় শুনিতে পাইলেন। অতিশয় ক্রোধ পরবশ হইয়া, হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি হারাইয়া,—তিনি লীলাকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। পাপিয়সী লীলার—আপন দুষ্কর্ম্মের জন্য কুণ্ঠিতা হওয়া দূরের কথা, সে শিশিরকুমারের এতদাচরণের জন্য তাঁহাকে গালা-গালি দিয়া উঠিল। শিশিরকুমার রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে, লীলাকে পদাঘাতের জন্য শিশিরকুমারের পরিতাপ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন

"লীলাকে পদাঘাত করে বড়ই অন্যায় কায করেছি !—সে পাপিয়সীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করাই আমার উচিত ছিল।" শিশিরকুমার পরক্ষণেই বুঝিলেন, যে সেরূপ করিলেও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি পড়ে। সুতরাং অগত্যা স্বয়ংই এই কণ্টকাকীর্ণ বিষাদময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন, স্থির করিলেন।

শিশিরকুমার গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সমস্ত দিন ধরিয়া উইল লিখিলেন। উইলে কন্যা বর্ত্তমানে তাঁহার অর্দ্ধেক,—এবং তাহার অবর্ত্তমানে—তাঁহার সমস্ত বিষয় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া, আপনার এক সুহৃৎ উকীলের নিকট সেখানি পাঠাইয়া দিলেন। উইলে লেখা রহিল "লীলা যতদিন ভদ্রলোকের স্ত্রীর মত আমার বাটীতে থাকিবে, ততদিন কেবল মাত্র এক মুষ্টি অন্ন এবং একখানা করিয়া মোটা পরিধেয় পাইবে।"

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শিশিরকুমার আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। লীলা নিদ্রিতা। তাহার পার্শ্বে রামহরি বাবুদের নয়নের তারা,—শিশিরকুমারের বড় সাধের—দুর্গা নিদ্রিতা। শিশিরকুমার তাহার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি দুর্গাকে চুম্বন করিলেন। একটী চুম্বনে তাঁহার সাধ মিটিল না; আর একটী, আর একটী, আর একটী,—এইরূপে তিনি তাহাকে অসংখ্য চুম্বন করিলেন। বালিকা অগাধ নিদ্রায় অচেতন হইয়াই রহিল। শিশিরকুমারের প্রাণের দারুণ ব্যথা বুঝিল না।—শিশিরকুমারের সহিত

তাহারও যে সুখসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তাচলে চলিল, তাহাও জানিতে পারিল না।

শিশিরকুমার অবশেষে লীলার কাছে গেলেন।—আহা! সংসারের এত মায়া কি সহজে কাটান যায় গা?—সাশ্রুলোচনে, রুদ্ধবচনে, শিশিরকুমার ডাকিলেন "লীলা!" তাঁহার অশ্রুজলে লীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুপ্তোত্থিতা লীলা চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেও?"—অতিভগ্নহৃদয়ে,—রুদ্ধকণ্ঠে,—অশ্রু-ভরা চক্ষে, অতি কাতরে,—শিশিরকুমার সে প্রশ্নের কেবল মাত্র উত্তর দিলেন "লীলা!"—পোড়ারমুখী লীলা শিশির-কুমারের সে অবস্থা বুঝিল না। অতিশয় বিরক্তা হইয়া বলিল "আঃ! বাবারে! মুখপোড়ার জ্বালায় মলুম্!" এই কথা বলিয়া, লীলা আবার চক্ষু বুজিল। শিশিরকুমার অধিকতর কাতর হইয়া বলিলেন "আজ জন্মের মত চল্লেম!" লীলাও অধিকতর বিরক্তা হইয়া বলিল "আঃ! পোড়ারমুখোর জ্বালায় একটু সুস্থির হয়ে ঘুমোবার যো নেই!" শিশিরকুমার বলিলেন "লীলা! আর তো আমা হতে তোমায় বিরক্ত হতে হবে না।—আজ আমি জন্মের মত"—এই পর্য্যন্ত বলিলেই তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অধিকতর বেগে অশ্রুপাত হইল; তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। শিশিরকুমার চক্ষু মুছিয়া—ভাঙ্গাস্বরে আবার বলিলেন "আজি আমি জন্মের মত চল্লেম!" এবারে লীলা কোন উত্তর দিল না। বুঝি মনে মনে কিছু ভাবিতে লাগিল।—শিশিরকুমার বলিলেন "তবে চল্লেম!"—পাষাণী লীলা উত্তর করিল "যেতে হয় যানা! এখানে মর্‌চিস্ কেন?—হতচ্ছাড়া মুখপোড়া?" শিশিরকুমার আপন চক্ষুদ্বয় মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে বলিলেন "দুর্গা রইলো!"

আর তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। ঝর ঝর ঝরে দুই চক্ষু দিয়া আবার অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চক্ষের জলে শিশিরকুমার আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। লীলা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিল।

শিশিরকুমার নিঃশব্দে সেই অন্ধকার রাত্রে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণে তাঁহার সকল শোক দূর হইল। তিনি ভৈরবী রাগিণীতে গাহিলেন :—

* গীত।

ঘোরা তামসী নিশি—চারিদিক আবরিল :—
দিবস-উৎসব সব,—হায়! কোথা লুকাইল?
প্রখর কিরণ ছবি, নাহিক সে সুখরবি,—
ধরার সুখের দীপ,—কে নিদয় নিভাইল?
মোহকোলে মাথা রেখে, ঘুমায়ে যে ছিনু সুখে,
ভাসাইতে হেন দুঃখে, কেবা মোরে জাগাইল ;—
স্বজন-বদন হাসি, কোথা সেই সুধারাশি,—
ত্রাসিতে শ্বাপদ আসি, কোথা হতে দেখা দিল?
(ওরে)সঙ্গে যে আলোক নাই! আঁধারে না পথ পাই!
কোথা যাই? কোথা যাই? এ আঁধার কে আনিল!!

লীলা প্রাতে উঠিয়া দেখিল, সত্যই শিশিরকুমার বাটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহার মনে আর আনন্দের সীমা রহিল না। গহনা পত্রাদি সঙ্গে লইয়া, দুর্গেশনন্দিনীকে লইয়া, আপন দাসীর সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া শিশিরকুমারের কত নিন্দা করিল। তাঁহার পদাঘাতের কথা আটখানি করিয়া সকলের কাছে লাগাইল। সকলকে বলিল "রোজ রোজ মার খেতে খেতে আমার গতর চূর্ণ হয়ে গেছে! সেদিন একখানা তরয়াল এনে রেখেছে!—শেষ কি কাটা পড়্‌বো?—তাই পালিয়ে এলেম।" প্রতিবাসিনীরা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল "কেন মারে?" লীলা অবলীলাক্রমে উত্তর করিল "স্বভাব!—কখনো কখনো বা নেশা করে এসেও মার আরম্ভ করে।" প্রতিবাসিনীরা শিহরিয়া, গালে হাত দিয়া বলিল "ওমা! এমন কাটগোঁয়ারও ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মায় গা?"—কেহ বা বলিল "এমন স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল!"

নীলাম্বর বাবুর ভগ্নী আমোদিনী, অতি অল্প বয়সেই বিধবা হয়। তাহার স্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে ২।৩ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়া যান; তদ্ভিন্ন আমোদিনীর গায়েও ৪।৫ শত টাকার গহনা ছিল। বিধবা হওয়া অবধি সে সেই টাকা ও গহনাগুলি লইয়া নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতেই আছে। যদিও লীলা অপেক্ষা আমোদিনী ৪।৫ বৎসরের বড়, তথাপি উভয়ের মধ্যে বড়ই সম্প্রীতি দেখা যায়।

লীলার শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসার কয়েক দিবস পরে, একদিন সারাদিন ধরিয়া আমোদিনীর সহিত তাহার কি পরামর্শ চলিল। পর দিন প্রাতে আর উভয়কে

খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লীলার ও বিমলার গহনার বাক্স এবং কোম্পানির কাগজও সেইদিন হারা গেল। নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে পড়িয়া রহিল—কেবল লীলার সেই দুগ্ধপোষ্যা কন্যা—দুর্গেশনন্দিনী

সেই দিবসই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,—"নীলাম্বর বাবুর কন্যা ও বিধবা ভগ্নী রাত্রিতে বাটী হইতে পলাইয়া গিয়াছে।" কতলোকে কত কথা রটাইল। কেহ বলিল "দেশের অমুকের সঙ্গে গিয়াছে;" কেহ বা বাড়ীর সরকার লোকজনের সহিত তাহাদের কলঙ্ক ঘটাইল।

লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ ও লোকের টিট্‌কারিতে, তিন চারি দিবসের মধ্যেই,—নীলাম্বর বাবু উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। শান্তি এই শোচনীয় ব্যাপারের কথা শুনিয়া, শোকসন্তপ্তা হইয়া, পিত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক—দুর্গেশনন্দিনীকে চুঁচুড়ায় লইয়া গেলেন।—শান্তির বহু যত্নেও বালিকাটী কিন্তু দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিল। বোধ হয় লীলার অকথ্যকীর্ত্তির দুরন্ত বিষ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে! বোধ হয় লীলার সেই জঘন্য আচরণে নির্ব্বুদ্ধি বালিকাও তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহপাত করিতে মানস করিয়াছে!—অল্প দিনের মধ্যে, বৃদ্ধ রামহরি বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর জীবনাপেক্ষা অধিক আদরের,—, শিশিরকুমারের বড় সাধের,—সেই বালিকাটী—শান্তি ও মদন-মোহনকে কাঁদাইয়া দুরন্ত কালগ্রাসে পতিত হইল! নিদয়া দুর্গা চিরদিনের মত তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিল। হায়! হায়! আজ রাক্ষসী লীলার জন্য এমন দুইটী সাজান সোণার সংসার ছারখারে গেল!

লীলা ও আমোদিনী,—"গোলাপ" ও "গিরিবালা" নামে, সোণাগাছীতে আসিয়া একটা অতি সরু গলির ভিতর একখানি বাড়ী ভাড়া লইল। দালালদিগের সহিত টাকার অর্দ্ধেক বক্‌রা ধার্য্য হইলে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাহারা দাঁড়াইয়া গেল। নূতন নূতন বাবু দেখিলেই, গোলাপ ও গিরিবালার প্রকৃত রূপের পঞ্চাশ গুণ অধিক বর্ণনা করিয়া দালালেরা বলিতে লাগিল "এই রকম চেহারার দুটী নূতন মেয়ে মানুষ এসেছে।" "নূতন মেয়েমানুষের" নাম শুনিয়া বাবুরাও পালে পালে লীলা ও আমোদিনীর সেই ভাড়া বাটীতে ঘন ঘন পদার্পণ করিতে লাগিলেন।—বৈকাল হইতে রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত লীলা ও আমোদিনীর বাটী খুব সরগরম থাকে। বাবু বুঝিয়া ১৬৲, ১০৲, ৮৲, দর্শনী লওয়া হয়। দালালদিগকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে হইলেও লীলা ও আমোদিনীর বাক্সে হুড় হুড় শব্দে টাকা জমিতে থাকে। প্রতিদিন কত নূতন নূতন প্রকারের আমোদ প্রমোদ চলে! পিসি ও ভাইঝি—উভয়েই বুঝিল, যে তাহারা অন্দরকারাগার হইতে বাহির হইয়া আজ সংসারের স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া এবং নানারূপ বিলাশভোগে,তাহাদের সুখ ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।

দুঃখের বিষয়,—তাহাদের সে নূতনত্ব টুকু, সে সুখ ও সে আনন্দ,—অতি অল্পদিনের মধ্যেই হ্রাস পাইতে লাগিল। রাত্রি জাগরণে ও নানা প্রকার অত্যাচারে, তাহাদের রূপের সে সৌন্দর্য্যও তিরোহিত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাবুরাও একে একে পেছু কাটাইতে লাগিলেন।—এই সময় আর এক দলের প্রাদুর্ভাব হইল। "দুই জন পয়সাওয়ালা

গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়াছে” শুনিয়া, অর্থ-পিপাসায় কাতর হইয়া, বড় বড় বাবুদের জন্য এত দিন যাহারা লীলা ও আমোদিনীর বাড়ীতে আসিতে পায় নাই,—অবসর বুঝিয়া, তাহারাই এখন জুটিতে লাগিল। বাবুদের মত ইহাদের টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। বাবুদের মত ইহারা বসিলেই টাকা দিতে পারে না ;—দুই চারি দিন অন্তর দুই চারি টাকা করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু আদর ও যত্নে ইহারা লীলা ও আমোদিনীকে একবারে ঢাকিয়া রাখে ; কাযেই লীলা ও আমোদিনী ইহাদিগকে বড় একটা টাকার কথা বলিতে সময় পায় না। অধিকন্তু, তাহাদিগকে খাতির যত্নের জন্য ইহাদিগের নিজ হইতে প্রায়ই কিছু কিছু খরচ করিতে হয়।

বাবুদের সঙ্গে একটু একটু মদ্যপান করিতে শিখিয়া, পিসি ও ভাইঝি উভয়ে এখন দস্তুর মত মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। সকল দিন বাবুদের খরচায় মদ্য জুটিয়া উঠে না, একটু মদ্য না খাইলেও প্রাণ বাঁচে না! এজন্য মাঝে মাঝে উভয়কে মদ্যের জন্য প্রায়ই কিছু কিছু খরচ করিতে হয়।—নূতন বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ, কখন কখন, বিশ পঁচিশ টাকা কৰ্জ্জ লইয়া যায়, কিন্তু আর পরিশোধের কথাটী কয় না ; লীলা ও আমোদিনী উভয়েও চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে বিষয় কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।—মাঝে মাঝে খাতিরে পড়িয়া কাহাকে কাহাকে জুতাটা, জামাটা, ছাতাটা, কাপড়খানার জন্যও দুই চারি টাকা দিতে হয়।—এইরূপে কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে,—বাবুদের নিকট প্রাপ্ত টাকা,—আমোদিনীর কোম্পানিকাগজ ভাঙ্গান টাকা,—এবং পিসি ও ভাইঝি উভয়ের বিক্রীত গহনার

টাকা,—ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ভাঁড়ে মধু নাই দেখিয়া, মধুলোভী বন্ধুরাও একে একে গা ঢাকা দিল।

তখন লীলার চমক হইল। তাহার সে সুখের স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। সে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, এক দিন আমোদিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পিসি! এখন আর কি আমাদের বাড়ী ফেরবার কোন উপায় নেই?" আমোদিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "না মা।—ঘরে আর কে আমাদের ঠাঁই দেবে?" লীলাও ভগ্নহৃদয় হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল। বোধ হইল যেন সেই এক নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের তিন ঝলক রক্ত শুখাইয়া গেল।—অগত্যা এত খরচ সঙ্কুলান করা উভয়ের পক্ষে সাধ্যাতীত হওয়ায়, সেই মনোহর বাটীটি ছাড়িয়া দিয়া তাহারা আর একটী বাটীর দুইখানি একতালার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন ঘর ভাড়া লইল।—পাপিয়সী লীলা ও আমোদিনীর সুখসূর্য্য আজ অস্তাচলমুখী হইল; আজ তাহাদের মহাপাপের ফলভোগের আরম্ভ হইল!

বয়সাধিক্য এবং নানা অত্যাচার হেতু, লীলা ও আমোদিনীর এখন আর পূর্ব্বের সে শ্রী নাই; সে সৌন্দর্য্য নাই। এখন তাহাদের দেখিলে,—সেই লীলা বা সেই আমোদিনী—বলিয়া আর চেনা যায় না। এখন, দিনে তাহাদের একটা করিয়া টাকা রোজগার হওয়া কঠিন। ঘরভাড়া ও দুই বেলা দুই মুঠো করিয়া আহারের খরচও তাহাতে সঙ্কুলান না হওয়ায়,—ক্রমে বাড়ী-ওয়ালীর নিকট তাহাদের দুই চারি টাকা করিয়া ধার হইতে লাগিল; অবশেষে বিশেষ অর্থাভাবে, এক একখানি করিয়া,

গৃহের সমস্ত আসবাব বিক্রয় হইয়া গেল।—এখন পেটের দায়ে, —তুচ্ছ পয়সার জন্য,—অতি কদাচার, কুৎসিৎ ইতরের কাছেও তাহাদিগকে দেহ বিক্রয় করিতে হয়!—হায়! হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা!—লীলা! তুমি তো এক দিন রাজরাণী ছিলে! তোমার তো কিছুরই অভাব ছিল না! তবে এমন হলাহল-সমুদ্রে কেন ঝাঁপ দিলে?—সর্ব্বনাশী লীলা!—হতভাগিনী আমোদিনী!— কেন তোমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল?—পর্ব্বত আড়াল ছাড়িয়া সংসারের এমন প্রবল ঝড়ে আসিয়া কেন দাঁড়াইলে?

একদিন, অতি নীচজাতিয় একটা লোক, লীলার ঘরে বসিয়া, সুরাপান করিতেছে। নেসা বেস পাকিয়া উঠিলে, সামান্য কথার তর্ক উপস্থিত হইয়া, ক্রমে উভয় মধ্যে বচসা ঘটিল; পরে সুরামত্ত সেই লোক ক্রোধ পরবশ হইয়া লীলাকে ভয়ানকরূপে প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। প্রহারে লীলার এমন আঘাত লাগে, যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। পরে আমোদিনীর সুশ্রুষায় উঠিয়া বসিয়া, লীলা কাঁদিয়া বলিল "পিসি! যথেষ্ট হয়েছে!—আর কায নেই!—যা থাকে কপালে, চল্‌, বাড়ী ফিরে যাই!" আমোদিনী উত্তর করিল "কোথায় যাবি মা? বাড়ীতে দাদা নাই,—তোর সেখানেও জামাই নেই; কার কাছে যাবি মা? সেখানে আমাদের আর কি কেউ ঢুক্‌তে দেবে?"

লীলা বলিল "বেটা ছেলের রাগ কদিন থাকে? তিনি এতদিনে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন!—চল্‌ পিসি! আমরা ফিরে যাই!—আমি তাঁর দুটী পা জড়িয়ে ধরে বল্‌বো—'আমি চিরদিন

তোমার দাসী হয়ে থাক্‌বো, আমায় দয়া করে তোমার চরণে স্থান দাও!'—তিনি দয়ার সাগর! অবশ্যই তাঁর দয়া হবে।"

রাক্ষসী লীলার এতদিনে চক্ষু ফুটিয়াছে!—পিশাচিনী এত দিনে শিশিরকুমারের মর্ম্ম বুঝিয়াছে!—বিশ্বাসঘাতিনী আজ সেই অমূল্য রত্ন চিনিয়াছে!—লীলা অঞ্চলদ্বারা নিজ চক্ষু মুছিল। পানসে চক্ষু আবার জলে পরিপূর্ণ হইল।—হতভাগিনী লীলা বলিতে লাগিল "পিসি! আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি, যে আমি কত সুখে ছিলেম। তখন বিস্তীর্ণ গাছের ছায়ায় বসেছিলেম, বাহিরের রৌদ্রের যে কি উত্তাপ, তা তখন জান্‌তে পারিনি! সুশীতল বায়ু সেবন আশে,—তাই সে স্থান ছেড়ে এসেছি!—পিসি! সংসারের সেই সুশীতল সরোবর ছেড়ে এসে, আজ আমরা এই ভয়ানক মরুভূমীর মরীচিকায় জল খুঁজ্‌চি?—আমাদের মত আর ভ্রান্তা কে?—আমাদের মত অভাগিণী কে?—তখন আমি যে রাজরাণী ছিলেম!—আর আজ?—আজ আমি এই ঘৃণিতা বেশ্যা!—পিসি!"—অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, জলপূর্ণ লাল চক্ষু লইয়া,—লীলা আবার বলিল "পিসি! আর কায নেই! চল্‌ ফিরে যাই!—দাসী হয়ে স্বামীর পদসেবা করতে পারলেও আমার এ জীবন সার্থক হবে!—দু বেলা পদাঘাত সহ্য করেও যদি দূর হতে তাঁর হাসিমাখা মুখ দিনান্তে একবার দেখ্‌তে পাই, তাহলেও আমি পরম সুখী হবো!—তাহলেও আমার এ দুরন্ত বিষের বিষম জ্বালার শান্তি হবে।"

লীলার কথা শুনিয়া আমোদিনীও এতক্ষণ কাঁদিতেছিল।—হতভাগিণীগণ! বিশ্বাসঘাতিনী—কুলকলঙ্কিণীগণ! প্রজ্জ্বলিত

হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিয়া, এখন জ্বালায় একপ অধীরা হও কেন?

আমোদিনী চক্ষু মুছিয়া উত্তর করিল "আমাদের প্রাণে যে আগুণ জ্বেলেছি, তার জ্বালা কি আর এ জন্মে জুড়াবে মা?—জানি না পরজন্মেও আবার এ হতে কত জ্বালা সহ্য করতে হবে!—ঘরে আর কার কাছে যাবি মা?—আমি খোঁজ নিয়েছি, জামাই তো এখনো ফিরে আসেন নি!"

লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল "আহা! এই সর্ব্ব-নাশীর জন্যেই তিনি দেশত্যাগী!—আমাদের জন্যেই অমন সব সোণার সংসার এখন শ্মশান হয়েছে!—পিসি! আমাদের ইহকালে পরকালে কিছুতেই আর সদ্গতি নেই!"

কিয়দ্দিবসের মধ্যে লীলা ও আমোদিনীর এতদূর দুর্দ্দশা ঘটিল যে, সে দুইটী একতলার ঘরও ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদিগকে দুইখানি আগড়বাঁধা চালাঘর ভাড়া লইতে হইল। সেখানে তাহাদের এক বেলা এক মুঠা ভাত, আর একখানা পরনের কাপড়ও জুটিয়া উঠা ভার হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমোদিনী চুরী ব্যবসায় আরম্ভ করিল। দুইবার, দশবারের পর,—একদিন একটী বেশ্যাপুত্রকে ভুলাইয়া,—আপনাদিগের ঘরে আনিয়া, তাহার গাত্র হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইল। পুত্রের গাত্রে গহনা নাই দেখিয়া, বেশ্যা পুলিযে খপর দিল। পুলিযের অনেক খোঁজ তল্লাসির পর, আমোদিনীর ঘর হইতে সমস্ত গহনাই বাহির হইল। পুলিযের ভীষণ পীড়নে যে

আপনার দোষের কবুল দিল। বিচারে আমোদিনীর ছয় মাস মেয়াদের হুকুম হইল। কিছুদিন মেয়াদ খাটার পর,--সেই জেলের মধ্যেই হতভাগিনী আমোদিনীর মৃত্যু ঘটিল।

লীলা বাস্তবিকই আজ একাকিনী হইল। একদিন কাহারও কাছে বসিয়া, দুঃখের কাঁদুনি কাঁদিয়া, প্রাণের দারুণ বোঝার কিছু লাঘব করে,—একদিন কাহারও কাছে বসিয়া, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়া, প্রাণের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন নিবাইতে চেষ্টা পায়,—জগতে তাহার আপনার লোক এমন কেহও রহিল না। লীলার প্রাণের আগুণ তাহার হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল।—এই বিষম—দুর্নিবার যন্ত্রণার উপর--ভয়ানক রোগে তাহাকে আক্রমণ করিল। বেশ্যাদিগকে প্রায়ই যে রোগে ধরিতে শুনা যায়,—যে রোগ একবার ধরিলে ইহজীবনে আর ছাড়িতে চাহে না,—যে রোগ মনুষ্যের দেহ যাবজ্জীবন কুরিয়া কুরিয়া কাটিতে থাকে,—সেই ভয়ানক রোগ আসিয়া লীলাকে আক্রমণ করিল। দুই চারি জন অব্যবসায়ীর পরামর্শে, পারা সেবন করিয়া, লীলা সেই রোগ একবারে বাড়াইয়া ফেলিল। যথার্থ ঔষধাভাবে,—নিকৃষ্ট আহার ও অধম্য বাসস্থানের জন্য,—হৃদয়ের দারুণ চিন্তানলে,—লীলার শরীর সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে, তাহার দেহের অধোভাগ একবারে পচিয়া উঠিল।—আর লীলা উঠিতে পারে না।—এক মুহূর্তের জন্যও তাহার সহস্র বৃশ্চিকদংশনের যাতনার বিরাম নাই। দুর্গন্ধে তাহার কাছে কেহ ঘেঁসিতে পারে না।—প্রথম প্রথম বিছানা, বালিস, তক্তপোষ বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চলিল। তাহার পরই, লীলার পথ্য চলা দুর্ঘট হইয়া উঠিল।—এখন

কেহ আর লীলাকে সিকি পয়সা ধার দেয় না। কেহ কখন আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলে, লীলা যদি তাহার নিকট একটী পয়সা ধার চায়, সে কোন উত্তর না করিয়াই, মুখ বাঁকাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করে।—তাহাতে "মেয়েদের" উপর চির-প্রসন্নময়ী,—তাহাদের প্রতি কর্জ্জদানে রিক্তহস্তা—বাড়ীওয়ালীও লীলার এ অন্তিমকালে, তাহার প্রতি হাত গুড়াইয়াছে। লীলার এমন আর কিছু নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া বাড়ীওয়ালী আপনার কর্জ্জদেওয়া টাকা সুদ সমেত তুলিয়া লইতে পারে;—কাজেই লীলার প্রতি তাহার এই অসদ্ব্যবহারের জন্য তাহাকে কোনরূপ দোষ দেওয়াও যায় না।

লীলা এখন আর ক্ষুধার সময় আহার পায় না,—তৃষ্ণার সময় জল পায় না। যে লীলা একদিন শিশিরকুমারের রাজতুল্য প্রাসাদে ক্ষীর, সর, নবনী খাইয়া,—দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া,—টানা পাখার বাতাস খাইয়াও—সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই,—সেই লীলা আজ একটা এঁদো চালা ঘরে,—এই অবস্থায়,—অনাহারে,—একখানা ছেঁড়া দরমার উপর শয়ন করিয়া আছে!—হো! কি ভয়ঙ্কর পরিণাম!—মানুষ! প্রতিক্ষণে চক্ষের উপর এইরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতেছ!—তবু বলিতে চাও—ঈশ্বর নাই?—ভ্রান্ত জীব! তবু বলিতে চাও—জগতে পাপ পুণ্য নাই?

লীলা—সেই ঘরে,—সেইরূপ শয্যায়,—সেই অন্তিম অবস্থায়—একাকী পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!—নিজ পাপের কথা স্মরণ করিয়া, ভগবানকে ডাকিয়া, কত কাঁদুনি কাঁদিতেছে।—সাধের দুর্গেশনন্দিনীর জন্য,—পিতার জন্য,—বৃদ্ধ শ্বশুর শাশু-

ভীর জন্য,—কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে!—শিশিরকুমারের বাটীতে থাকিয়া, সে যে শিশিরকুমারকে একদিনের জন্য দুইটী চক্ষে পড়িয়া দেখিতে পারে নাই,—যে শিশিরকুমারের একটা কথা শুনিলে তাহার গায়ে বিষ ছড়াইয়া দিত,—আজ হতভাগিনী—মৃত্যুপন্না লীলা—সেই শিশিরকুমারের জন্য কত খেদ করিতেছে!—সেই শিশিরকুমারের চরণযুগল স্মরণ করিয়া কত অশ্রুপাত করিতেছে!—সেই শিশিরকুমারের একটী মধুমাখা কথা শুনিবার জন্য কত অধীরা হইতেছে!

লীলা কত কাঁদিল।—কিন্তু কৈ?—সে শিশিরকুমারের দেখাতো পাইল না!—অভাগিনী ইহজন্মে আর কি সে চরণ দেখিতে পাইবে না?—লীলার চক্ষে ঘোলা পড়িয়া আসিতেছে, শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে,—কানে তালা লাগিয়া আসিতেছে;—হতভাগিনী লীলার বাক্‌রোধ উপস্থিত প্রায়!—তথাপি আশা—একটীবার যদি সে চরণ দেখিতে পায়!—তবু সাধ,—যদি সেই মধুমাখা একটী কথা শুনিতে পায়!—কোথায় শিশিরকুমার! যদি আজ এ জগতে জীবিত থাক, তাহা হইলে এ সময়ে আসিয়া তোমা-কাঙ্গালিনী লীলাকে—একবার দেখা দাও!—লীলা বড় দুশ্চারিণী সত্য। কিন্তু আজতো সে নিজ পাপের জন্য হৃদয়স্পর্শী অনুতাপ করিতে শিখিয়াছে।—আজ সে যে তোমার জন্য বড়ই কাতর!—আজ সে যে তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য উন্মাদিনী!—অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া, লীলা চারিদিক শূন্য দেখিয়া,—বড় দুঃখে—কাঁদিয়া বলিল "ভগবান্! এমন দিনে এ জগতে 'আমার' বলিতে কি কেহ নাই?"

"অমনি জলদগম্ভীরস্বরে—কে জানে কোথা হইতে—উত্তর হইল—"আমি আছি।" সেই ক্ষুদ্র আঁধার ঘর পূর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি বলিল—"আমি আছি!"—লীলার প্রাণের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটিয়া উঠিল। অতি ব্যগ্রতাসহকারে,—শূন্যপানে চাহিয়া,—লীলা জিজ্ঞাসা করিল—"আমি পতিতা বেশ্যা,—কে তুমি 'আমার' বলে পরিচয় দাও?—" কে জানে কে আবার পূর্ব্বমতস্বরে বলিল "সম্মুখে চেয়ে দেখ!"—লীলা এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সজোরে চাহিয়া দেখিল।—তাহার সম্মুখের আঁধার রাশি যেন একটু সরিয়া গেল। সেই [illegible] স্থানের মধ্য হইতে একটা যেন জ্যোতি প্রকাশ পাইল। অকস্মাৎ সেই স্বর্গীয় জ্যোতির মধ্য হইতে একটী দেবমূর্ত্তির বিকাশ হইল। লীলা দেখিল,—গৈরিক বসন পরিধৃত,—রুদ্রাক্ষসজ্জিত,—বিভূতিভূষিত,—জটামণ্ডিত,—একটী দীর্ঘাকার পুরুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।—দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া,—সেই মহাপুরুষ পুনরায় বলিলেন—"আমি আছি।"

লীলা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "অভাগিনী আমি! আপনি কে আসিয়া আজ 'আমার' বলিয়া পরিচয় দেন?—আপনি কি সেই পরম দয়াময় সাক্ষাৎ ভগবান?—আপনি কি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম?—আপনি কি আমার মত মহাপাপিয়সীর প্রতি সদয় হয়ে,—তার উদ্ধারের জন্যে আজ এখানে এসেছেন?"—সেই মহাপুরুষ সেইরূপ স্বরে উত্তর করিলেন "আমিই তোমার দেবতা!—আমিই তোমার ধর্ম্ম!—আমিই তোমার মুক্তিদাতা! —জগতে স্বামী বিনা নারীর আর কি আছে?—জীবনে মরণে স্বামী বিনা নারীর আর কি গতি আছে?—এতদিন পাপে, অন্ধ

ছিলে, তাই তাঁরে চিন্তে পার নাই!—আজ তোমার প্রকৃত অনুতাপ উপস্থিত!—আজ তোমার মহাপাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে!—আজ তুমি দিব্যচক্ষু পেয়েছ!—ভাল করে চেয়ে দেখ, চিন্তে পারবে,—আমি সেই শিশিরকুমার!"

হতভাগিনী লীলা অকস্মাৎ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। প্রাণের উত্তেজনায়,—শিশিরকুমারের কথায়,—মনোবল লাভ করিয়া সাগ্রহচিত্তে "দেখি! দেখি!" বলিয়া অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া, তাঁহার সেই দেবোপম মূর্ত্তী দেখিয়া,—চমৎকৃত হইয়া কহিল—"আহা! মরি, মরি!—কি রূপ?—কি চমৎকার রূপ! —আমি এতদিন এ রূপ দেখ্‌তে পাইনে!—পাপাত্মা হয়ে, আমি এত দিন এ রত্নে অনাদর করেছি!—প্রভু!—দয়াময়—" লীলার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাহার বাক্‌রোধ হইল। কিয়ৎপরে লীলা চক্ষু মুছিয়া, ভাঙ্গাস্বরে,—আবার বলিল "অধমতারণ! যদি এ পাপিয়সীর উপর আপনার কৃপা হয়েছে, তবে দয়া করে আমার মস্তকে চরণধুলি দিন;—আপনার পবিত্র চরণরেণু স্পর্শে আমার দেহ প্রাণ নিষ্পাপ হোক্‌!—আশীর্ব্বাদ করুন,—জন্ম জন্মান্তরে, যেন আর আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটে!—জন্মজন্মান্তরে আর আমি ভ্রমেও যেন স্বামীর চরণছাড়া না হই।"

শিশিরকুমার লীলার সেই রুক্ষ, কর্দ্দমময় মস্তকে আপন দক্ষিণ চরণ তুলিয়া দিয়া বলিলেন "অভাগিনি! আজ তোমার সকল পাপের ক্ষয় হলো!—আজ আমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই তোমার মোক্ষলাভ হবে!"

লীলা তখনও ক্ষান্ত হইল না। তাঁহার পাদুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"প্রভু! ভগবান যেন আর আমায় এ চরণ হতে বঞ্চিত না করেন!—আমার ঘোর দুর্দ্দশা দেখে, যেন জগতের সকল নারী শিক্ষা পায়—তাদের সকলকে বলবেন 'পাপিয়সী লীলা—বড় কষ্ট পেয়ে,—মৃত্যু সময়ে,—কেঁদে—বলে গেছে—রমণীর জগতে স্বামী পরম ধন, তাঁহার চরণ ভিন্ন তাহাদের আর গতিমুক্তি নাই!—স্বামী ভিন্ন জগতে নারীর আপনার বলিতে আর কেহ নাই!—মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রমেও তারা যেন সে চরণ ছাড়া না হয়!—ক্ষণিক সুখের আশায় মুগ্ধ হয়ে তারা যেন সেই সর্ব্বময় স্বামীর কাছে কখন অবিশ্বাসিনী না হয়!'"

শিশিরকুমার ভাবে মুগ্ধ হইয়া, গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!"

লীলা নীরব হইল। তাহার শরীরও স্পন্দহীন হইল। অভাগিনী লীলার সকল দুঃখের আজ অবসান হইল। হতভাগিনী লীলার চিরদুঃখময় জীবনে আজ যবনিকা পতন হইল।

সমাপ্ত।

মাল অথবা টাকা প্রেরণ করা হয়। বিবাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে বাটী সজ্জিত করার ভার লওয়া হয়, এবং বাজনা, পোষাক, বিছানা, সামিয়ানা, তাঁবু, থিয়েটার, যাত্রা, নাচ ইত্যাদি সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দেওয়া যায়। সুবিধা দরে কলিকাতার জায়গা, ও বাড়ী খরিদ বা ভাড়া করাইয়া এবং নির্ব্বিবাদি জায়গা জমী বা অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া সুবিধা রকম সুদে, টাকা কর্জ্জ করাইয়া দেওয়া যায়, বা গচ্ছিত ধন খাটান যাইতে পারে। কোম্পানির কাগজ বা সেয়ার খরিদ বিক্রয় করাইয়া দেওয়া যায়। এবং টেক্সট্ কমিটী নির্ব্বাচিত বা চলতি ইস্কুল পাঠ্য পুস্তক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের পুস্তকের "সোল্ এজেণ্ট্" হইয়া উক্ত কোম্পানির খরচায় উহা ছাপাইয়া দেওয়া যায়।

শতকরা কমিশন ;—কর্জ্জ করাইয়া দিলে, বা জায়গা জমী বিক্রয় করাইয়া দিলে, শতকরা ২৲ ; ভূষিমাল খরিদ বিক্রয়ের জন্য ২৲ হইতে ২৫৲ (এস্থলে যাঁহাদের মাল, তাঁহাদিগকে গুদাম ও মুটে ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ দিতে হয়) ; কোম্পানি কাগজ বিক্রয় করিতে প্রতি ১০০৲ টাকায় ।০, প্রতি মিউনিসিপাল ডিবেনচারে ১৲ ; ১৲ হইতে ৫৲ টাকা দামের, প্রতি সেয়ারে /০ ; তদূর্দ্ধে প্রতি সেয়ারে ১৲ ; কোম্পানি কাগজের সুদ এবং পেন্‌সনাদি আদায়ে কিম্বা গচ্ছিত টাকা খাটাইতে ৫৲ ; অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জে ২৲ ; পুস্তকাদি প্রকাশ পক্ষে ২৫৲ হইতে ৩০৲ ; অর্ডার সাপ্লাই পক্ষে ১০০৲ পর্য্যন্ত ৪৲, ২৫০৲ পর্য্যন্ত ৩৲, ৫০০৲ পর্য্যন্ত ২৲, ১০০০৲ পর্য্যন্ত ১৷৹ ; তদূর্দ্ধে ১৲। চারি আনার কম কমিশন্ চার্জ্জ করা হয় না।

অগ্রিম—ভ্যালুপেয়েব্ল পোষ্টে অর্ডার পাঠাইলে, আন্দাজি মাসুল ও প্যাকিং খরচা এবং দ্রব্যাদির মূল্যের চতুর্থাংশ অগ্রিম পাঠান আবশ্যক। অর্ডিনারি অর্ডারের সহিত আন্দাজি মাসুল, কমিশন ও প্যাকিং সমেত দ্রব্যাদির পুরা দাম অগ্রিম

পাঠান আবশ্যক। অর্ডারের সহিত লিখিত অগ্রিম টাকা প্রেরণ না করিলে কোন অর্ডার পাঠান হয় না।

বিশেষ কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীকে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

সর্ব্ব প্রসিদ্ধ বসুর সুবাসিত চুরুট।

মোটা বর্ম্মা চুরুট; খাইতে অতি মিষ্ট, এবং সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়। প্রতি শতের মূল্য—মৌরি, লেবু ও দালচিনি ১।৶০, চন্দন ১৷০ এবং গোলাপ ২।০; প্যাকিং ।৵

Aurum Pills. সোনা বড়ী।

ইহা জারিত সোণা এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত। ধাতুদৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, ন্যাবা, বাধক বেদনা, মৃতবৎসা বা গর্ভপাত, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রপাত, মনের বিষণ্ণভাব ইত্যাদি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। উপদংশ রোগের বহু পুরাতন অবস্থায় যখন রোগী বহুদিন পারা বা হাইড্রাস পটাস ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইয়া জীবনে হতাশাস হয়, তখন এই ঔষধ তাহাকে নবজীবন দান করে। উপদংশজনিত ক্ষয়কাশেও ইহা অতিশয় উপকারী। ১ সপ্তাহের মূল্য ৩৲; প্যাকিং ।০। একত্রে ১২ সপ্তাহের মূল্য ২৫৲।

Eau-de-Santi. ওডিসান্টী।

বিজ্ঞাপনের ছটায় ভুলিয়া বৃথা কতকগুলা কটভক্ষ নামের অপদার্থ ঔষধ খাইয়া শরীর খারাপ ও টাকার শ্রাদ্ধ করিবেন না। যদি রক্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিতে চান, যদি ধাতু হইতে পারা ও গরমী দোষ তাড়াইয়া দেহ বলিষ্ঠ ও কান্তি বিশিষ্ট করিতে চান, যদি পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে চান, তাহা হইলে এই ঔষধ সেবন করুন। ইহাতে সালসার সকল আবশ্যকীয় মসলা এবং অন্যান্য বাছা বাছা ইংরাজী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আছে। দুই বোতল উৎকৃষ্ট দেশী, বিলাতি বা

ফস্‌ফরিক সালসা অপেক্ষা ইহার এক বোতল অধিক উপকারী। ইহা ব্যবহারে গরমীর ঘা, নালী ঘা, পারার ঘা, পচা ঘা, গলা ও নাকের ঘা, পিনাস, কানপচা, উপদংশ জনিত ধাতুর পীড়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগ সত্বর এবং নির্ম্মূলে আরোগ্য হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে পারা বা অন্য কোন বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্রব নাই, এবং ইহা ব্যবহারকালে স্নান বা পথ্য বিষয়ে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয় না। মূল্য ১ বোতল ১৲; প্যাকিং।০; ডজন ১০৲। বিভান অয়েণ্টমেণ্ট—সকল রূপ ঘায়ের মলম; পারা নাই, যন্ত্রনা নাই; মূল্য ॥০ আনা।

Fairy Glycerine wash! ফেয়ারি গ্লিসেরিন্ ওয়াশ!

ইহাদ্বারা এক টুক্‌রা স্পঞ্জ ভিজাইয়া চুলের গোড়ায় ঘসিলে, মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল হয়, মাথার মরা মাস এবং দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, চুলের গোড়া শক্ত, চুল ঘন এবং মাথাধরা আরোগ্য হয়। স্পঞ্জদ্বারা মুখে বা গায়ে মাখিলে রং ফর্সা হয়, সৌগন্ধে প্রাণ মোহিত হয়, চর্ম্ম কোমল ও চ্যাক্‌নাইযুক্ত এবং ব্রণ বা অন্য দাগবিহীন হইয়া মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত দেখায়। মূল্য স্পঞ্জ সমেত প্রতি শিশি ॥০, প্যাং ৵০। ডজন৫৲

Rose Powder. রোস্ পাউডার।

পায়েস, ক্ষীর বা রাবড়ীতে মিশাইলে চমৎকার গোলাপী গন্ধ হয়। গরম জলে মিশাইলে নকল গোলাপ জল প্রস্তুত হয়। মূল্য।৵০, প্যাকিং ৵০; ডজন ৪৲।

কলিকাতা ৬৩ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট, গোষ্ঠ এণ্ড কোম্পানীর নিকট পাওয়া যায়।